পশুদের প্রতি অত্যাচার করা হারাম

08-August-2019

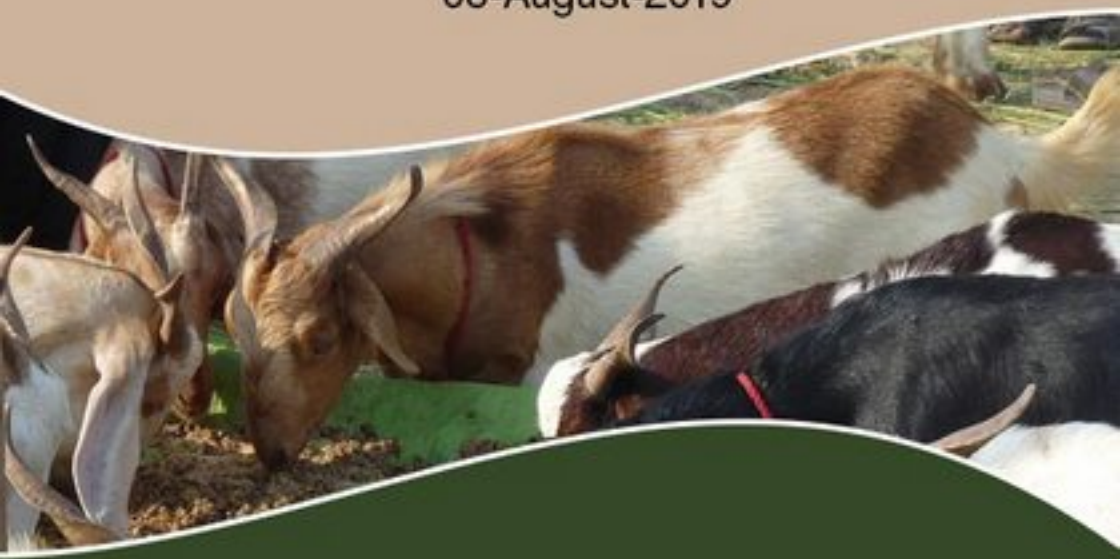

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Sisters)

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اَوْلَى النَّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً" অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করবে।" (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৮৪)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈমী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: কিয়ামতের সবচেয়ে আরামে সেই হবে, যে **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে থাকবে এবং **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সঙ্গ নসীব হওয়ার মাধ্যম হলো অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। (মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

☆ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ☆ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ☆ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ,اُذْكُرُ الله! ,تُوْبُوْا اِلَى الله! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। ☆ বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো। ☆ বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোর প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। ☆ যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো ও তা অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কুরবানীর গুরুত্ব ও ফযীলত

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! পশুদের থেকে আমরা অনেক উপকার ভোগ করে থাকি, যার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ শরীয়ত প্রতি বছর শুধুমাত্র একবার আমাদের থেকে এই দাবী করে যে, ক্ষমতা থাকা অবস্থায় এই হালাল পশুদেরকে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এবং সুন্নাতে ইব্রাহিমীর প্রতি আমল করার জন্য কুরবানী করা। সুতরাং কুরবানী ওয়াজিব হওয়াবস্থায় আনন্দচিত্তে শরীয়তের এই বিধানের উপর আমল করে কুরবানী করা উচিৎ, কেননা এতে আমাদের জন্য অনেক বড় প্রতিদান ও সাওয়াব রয়েছে।

আমীরুল মুমিনিন হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হে ফাতেমা! উঠো এবং নিজের কুরবানীর পশু নিয়ে এসো, কেননা এর রক্তের প্রথম ফোঁটা পড়তেই তোমার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। (ঘোড়ার আরোহী, ৭ পৃষ্ঠা) এবং কিয়ামতের দিন এর রক্ত ও এর মাংস সত্তর (৭০) গুণ বৃদ্ধি করে তোমার মিযানে (পাল্লায়) রাখা হবে। হযরত আবু সা'ঈদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আরয করলেন: **ইয়া রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এই সুসংবাদ কি শুধুমাত্র **আলে মুহাম্মদের** (রাসূলের বংশধর) জন্যই নির্দিষ্ট, কেননা তাঁরা সকল কল্যাণের

সহিত নির্দিষ্ট করার উপযুক্ত নাকি এই সুসংবাদ সকল মুসলমানদের জন্যও? **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আলে মুহাম্মদে**র জন্য বিশেষিত এবং অন্যান্য মুসলমানদের জন্য অভিন্ন। (সুনানে কুবরা লিল বায়হাকী, কিতাবুল দাহায়া, ৯/৪৭৬, হাদীস নং-১৯১৬১)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন যে, কুরবানী দাতার জন্য কিরূপ প্রতিদান ও সাওয়াব রয়েছে যে, পশুর রক্তের ফোঁটা মাটিতে পরার পূর্বেই কুরবানী দাতার ক্ষমা হয়ে যায় এবং কিয়ামতের দিন পশুর রক্ত এবং মাংসকে সত্তর (৭০) গুণ বৃদ্ধি করে আমলের পাল্লায় রাখা হবে। সুতরাং যে ইসলামী বোনের উপর কুরবানী ওয়াজিব হয়ে যায় তবে তা আদায়ে অলসতা করার পরিবর্তে আনন্দচিত্তে এবং **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী করা উচিৎ।

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"বাহারে শরীয়ত"** ৩য় খন্ডের ৩২৭ নং পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ রয়েছে: কুরবানী করা হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর মুবারক সুন্নাত, যা এই উম্মতের জন্য অব্যাহত রাখা হয়েছে। (বাহারে শরীয়ত, ৩/৩২৭)

কুরবানীর সংজ্ঞা

হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: **বিশেষ পশুকে বিশেষ দিনে সাওয়াবের নিয়্যতে জবাই করাকে কুরবানী** বলা হয়। (বাহারে শরীয়ত, ৩/৩২৭) যেহেতু কুরবানীর এই ফরয দ্বারা হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এবং হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام **আল্লাহ পাকে**র আদেশের প্রতি আমল করার স্মৃতি সতেজ হয় যে, হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام **আল্লাহ পাকে**র আদেশের প্রতি আমল করে সন্তানকে কুরবানী দেয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন এবং হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامও **আল্লাহ**র আদেশের প্রতি আমল করে কুরবান হওয়ার জন্য রাজি হয়ে গেলেন। যারা সুন্নাতে ইব্রাহিমীর উপর আমল করে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কুরবানী করে থাকে, তারা **আল্লাহ পাকে**র দরবার থেকে অনেক বড় সাওয়াবের অধিকারী সাব্যস্ত হয়। আসুন! কুরবানীর ফযীলত সম্বলিত **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী শ্রবণ করি।

কুরবানীর ফযীলত

(১) ইরশাদ হচ্ছে: "কুরবানী দাতার কুরবানীর পশুর প্রত্যেকটি লোমের পরিবর্তে একটি করে নেকী অর্জিত হয়।" (তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৪৯৮)

(২) ইরশাদ হচ্ছে: "যে খুশি মনে সাওয়াবের নিয়্যতে কুরবানী করল, তবে তা (সে কুরবানী) জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে।"

(আল মুজামুল কবীর, ৩য় খন্ড, ৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৭৩২)

(৩) ইরশাদ হচ্ছে: "মানুষ কুরবানীর ঈদের দিন এমন কোন নেক আমল করে না, যা **আল্লাহ পাকে**র নিকট (কুরবানীর পশু জবাইয়ের মাধ্যমে এর) রক্ত প্রবাহিত করার চেয়ে অধিক প্রিয়। এই কুরবানী কিয়ামতের দিন আপন শিং, লোম এবং খুর (পা) নিয়ে উপস্থিত হবে এবং কুরবানীর পশুর রক্ত মাটিতে পতিত হওয়ার পূর্বেই **আল্লাহ পাকে**র দরবারে কবুল হয়ে যায়। অতএব তোমরা খুশী মনে কুরবানী করো।" (তিরমিযী শরীফ, ৩য় খন্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৪৯৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যে ইসলামী বোনেরা কুরবানী করার সামর্থ্য থাকা সত্তেও নিজের ওয়াজিব কুরবানী আদায় করে না, তাদের জন্য চিন্তার বিষয় যে, প্রথমত এটা কি কম ক্ষতি যে, কুরবানী না করার কারণে এত বড় সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হলো, আরো সে গুনাহগার এবং জাহান্নামের হকদার হলো। **'ফতোওয়ায়ে আমজাদীয়া'**র ৩য় খন্ডের ৩১৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে: "যদি কারো উপর কুরবানী ওয়াজিব হয়, আর ঐ সময় তার কাছে টাকা না থাকে, তবে সে ধার নিয়ে বা কোন জিনিস বিক্রি করে হলেও কুরবানী করবে।" (ফতোয়ায়ে আমজাদীয়া, ৩/৩১৫)

দয়ালূ আল্লাহ আমাদেরকে কুরবানীর ন্যায় মহান কাজ করার সামর্থ নসীব করুন এবং সারা জীবন **রব তায়ালা**র বাধ্যতায় অতিবাহিত করার সৌভাগ্য নসীব করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পশু সৃষ্টির উদ্দেশ্য

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাক তাঁর সকল সৃষ্টিকে কোন না কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, অনুরূপভাবে জীবজন্তু সৃষ্টিরও উদ্দেশ্য রয়েছে। এই পশুদের থেকে আমরা মাংস এবং দুধ পেয়ে থাকি আর দুধ থেকে দই, মাখন, ঘি ইত্যাদি উপকারী বস্তু পেয়ে থাকি, এর চামড়া থেকে গরম পোশাক বানানো হয়, মোটকথা পশু সৃষ্টিতে অনেক হিকমত রয়েছে।

১৪তম পারা সূরা নাহলের ৬৬ নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَاِنَّ لَكُمْ فِی الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ؕ نُسْقِیْكُمْ مِّمَّا فِیْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَیْنِ فَرْثٍ وَّ دَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِیْنَ ﴿۶۶﴾

(পারা ১৪, সূরা নাহল, আয়াত ৬৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং নিশ্চয় তোমাদের জন্য চতুষ্পদ প্রাণীগুলোর মধ্যে (গাভীর) দৃষ্টি অর্জিত হবার ক্ষেত্র রয়েছে। আমি তোমাদেরকে সেগুলোর উদরস্থ গোবর ও রক্তের মাঝখান থেকে বিশুদ্ধ দুধ পান করাই, যা পানকারীদের জন্য গলা দিয়ে সহজে নেমে যায়।

বর্ণনাকৃত আয়াতে করীমায় ইরশাদ করা হয়েছে: **আল্লাহ পাকের** মহত্ব এবং কুদরতের নিদর্শন প্রতিটি বস্তুতেই বিদ্যমান, এমনকি যদি তোমরা তোমাদের গৃহপালিত প্রাণী সম্পর্কেও ভাবো তবে তোমরা চিন্তা ভাবনা করার অনেক বিষয় পেয়ে যাবে এবং **আল্লাহ পাকের** আশ্চার্যবলী রহস্য আর **তাঁর** কুদরতের উৎকর্ষতা সম্পর্কে তোমরা অবহিত হয়ে যাবে। তোমরা ভাবো যে, আমি তোমাদের এই পশুদের পেটের গোবর আর রক্তের মাঝখান থেকে খাঁটি দুধ বের করে পান করাই, যা পানকারীর গলা দিয়ে অনায়াসে নেমে যায়, যাতে কোন জিনিয়ের মিশ্রণের কোন সন্দেহ নেই, অথচ জীবজন্তুর খাবারের স্থান একটিই, যেখানে পশুখাদ্য, ঘাস, ভুসি ইত্যাদি পৌঁছে থাকে এবং দুধ, রক্ত, গোবর এই খাবার থেকেই সৃষ্টি হয়ে থাকে আর এর মধ্যে একটি আরেকটির সাথে মিশতে পারে না। দুধে না রক্তের রঙের কোন সন্দেহ থাকে, না গোবরের গন্ধ, একেবারে পরিষ্কার পরিছন্নভাবেই পেয়ে থাকি, এতেই **আল্লাহ পাকের** রহস্যের আশ্চার্য কারিগরি প্রকাশ পায়। **(খাযিন, সূরা নাহল, ৬৬ নং আয়াতের পাদটিকা, ৩/১২৯-১৩০। মাদারিক, সূরা নাহল, ৬৬ নং আয়াতের পাদটিকা, ৬০০ পৃষ্ঠা। খাযায়িনুল ইরফান, সূরা নাহল, ৬৬ নং আয়াতের পাদটিকা, ৪৯৬ পৃষ্ঠা)**

এই আয়াতে করীমায় যেই পরিষ্কার দুধের কথা ইরশাদ করা হয়েছে, তাতে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে উক্ত সংশয় ও সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়ে যায় যে, **আল্লাহ**র ক্ষমতার এই মহিমা তো প্রত্যেকের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, **তিনি** খাদ্যের মিশ্রিত অংশগুলো থেকে খাঁটি দুধ নির্গত করেন আর এর আশেপাশের জিনিসগুলো মিশ্রিত হওয়ার লেশমাত্রও এর মাঝে থাকে না। ঐ প্রজ্ঞাময় সত্য **প্রভু**র ক্ষমতায় এটা কঠিন নয় যে, মানব দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় একত্রিত করা। (খাযায়িনুল ইরফান, সূরা নাহল, ৬৬ নং আয়াতের পাদটিকা, ৪৯৭ পৃষ্ঠা) সুফীয়ায়ে কিরামগণ বলেন: হে মানব! যেভাবে **মহান রব** তোমাকে খাঁটি দুধ পান করিয়েছেন, যাতে গোবর ও রক্তের মোটই সংমিশ্রণ নেই, তুমিও মহান রবের দরবারে খাঁটি ইবাদত করো, যাতে রিয়া ইত্যাদির সংমিশ্রণ না থাকে। (নুরুল ইরফান, সূরা নাহল, ৬৬ নং আয়াতের পাদটিকা, ৭২১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মনে রাখবেন! পশুদের প্রতি অত্যাচার করা হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। পশুদের প্রতি অত্যাচার করার কারণে আখিরাতে তাকে এর বদলাও দিতে হবে।

গাধার উপদেশ

হযরত আবু সুলায়মান দারানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একবার আমি গাধার উপর আরোহন অবস্থায় ছিলাম, আমি তাকে দুই তিনবার মারলে সে তার মাথা উঠিয়ে আমার দিকে তাকালো এবং বলতে লাগলো: হে আবু সুলায়মান! কিয়ামতের দিন এই মারের বদলা নেয়া হবে, এখন তোমার ইচ্ছা, কম মারা বা বেশি মারার। তখন আমি বললাম: এখন আমি কাউকেও মারবো না। (আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবাঈর, ২/১৭৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! কুরবানীর সময় পশু জবাই করা অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু মনে রাখবেন! কোরবানির পূর্বে জবাই করার সময় পশুদের প্রতি যেনো কোন প্রকার অত্যাচার না করা হয়, কেননা আমাদের এই পশুদের সম্মান করার আদেশ দেয়া হয়েছে।

বাহারে শরীয়ত ৩য় খন্ডের ৩৪৭ পৃষ্ঠা লিপিবদ্ধ রয়েছে: কুরবানীর পশুর উপর কোন জিনিস বহন করানো অথবা তা ভাড়া দেয়া মোটকথা এর দ্বারা কোনরূপ লাভবান হওয়া নিষেধ। যখন মালামাল বহন করানো নিষেধ তখন এর প্রতি অত্যাচার করা কত বড় গুনাহ হবে। আসুন! ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসের **মাসিক ফয়যানে মদীনা** থেকে পশুদের সাথে অত্যাচারের কিছু উদাহরণ শ্রবণ করি, যাতে আমরা আমাদের ঘরের মাহরিমদেরও এই বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করি যেনো পশুদের প্রতি অত্যাচার করা থেকে বিরত থাকে:

কুরবানীর পশুর সাথে হওয়া অত্যাচারের উদাহরণ!

পশুর হাটে আনা নির্বাক পশুদের প্রতি অত্যাচারের উদাহরণ:

(১) দূর দূরান্ত থেকে আনা পশুদেরকে আনার সময় উপযুক্ত খাবার দেয়া হয় না। (২) ছোট গাড়িতে বড় পশু বা কম জায়গায় অনেক পশু তুলে দেয়া হয়, ফলে তারা ক্লান্ত হয়ে গেলেও বসতে পারে না। (৩) অনেক লোক পশুদের গাড়িতে তোলার সময় বালি অথবা ভুসি ইত্যাদি দেয় না, যার কারণে অনেক সময় পশুরা তাদেরই গোবরে পিছলে পরে যায়, যার কারণে অনেক সময় তাদের পা ভেঙ্গে যায় বা তাতে আঘাত প্রাপ্ত হয়। (৪) বাজারে আনা পশুদের গাড়ি থেকে নামানো বা উঠানোর জন্য উপযুক্ত জায়গার ব্যবস্থা করা হয় না, তখন নিজেদের সহজতার জন্য গাড়ি থেকে লাফ দেয়, যার ফলে অনেক সময় পশু আঘাত প্রাপ্তও হয়ে যায় এবং কুরবানীর উপযুক্ত থাকে না। (৫) বাজারে খরচ বাঁচানোর জন্যও নির্বাক প্রাণীদের ক্ষুধার্ত রাখা হয়, একবার কেউ উট কিনলো তখন বিক্রেতা তার কানে কানে বললো যে, এটি অনেকদিনের ক্ষুধার্ত, একে কিছু খাইয়ে দিবেন। (৬) বাজারে গমনকারীদের মধ্যে তামাশা দেখারও অনেক থাকে, যারা বিনা কারণে পশুর দাঁত দেখানোর জন্য বলে (তখন পশুর মালিক খুবই কঠোরতার সহিত এর মুখ খুলে থাকে এবং বিক্রি করার পূর্বে প্রায় ডজন খানেকবার এই কষ্ট চলতে থাকে), বসা প্রাণীকে খোঁচা মেরে বা লাঠি দিয়ে মেরে উঠিয়ে থাকে, অযথা ভিড় করে শোরগোল করে পশুদের ভীত করে তোলে। (৭) যখন পশু বাজার থেকে কিনে বাড়িতে আনা হয়, তখন নামানোর সময় শিশু ও বড়রা শোরগোল করে পশুকে বিরক্ত করে এবং

এর লাফালাফী দেখে মজা নেয়। যার কারণে অনেক সময় তো পশুরা ভীত হয়ে পালিয়ে যায়, কাউকে আঘাত করে দেয় বা গর্ত ইত্যাদিতে পরে নিজের পা ভেঙ্গে ফেলে। (৮) পশুকে ঘুরানোর নামে শিশুরা এবং বড়রা বিনা কারণে তার কান মলে দেয়, লেজ মুচড়ে দেয়, শোরগোল করে, যার কারণে পশু ভীত হয়ে পরে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শরীয়ত আমাদেরকে উপকার লাভের জন্য যদিও পশু জবাই করার অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু এতেও ঐসকল কাজ থেকে নিষেধ করা হয়েছে, যা বিনা কারণে পশুর জন্য কষ্টের কারণ হয় বা তার কষ্টকে বৃদ্ধি করে।

কুরবানী পশুর প্রতি দয়া করা

১. **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **"আল্লাহ পাক** প্রত্যেক জিনিসের সাথে ভাল আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, সুতরাং যখন তোমরা (কুরবানীর পশু) জবাই করবে, তখন সবচেয়ে উত্তম ভাবে জবাই করো এবং তোমরা তোমাদের ছুরিকে ভালভাবে ধারালো করে নাও এবং জবাইকৃত পশুকে আরাম দাও। **(মুসলিম, ৮২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫০৫৫)**

২. একজন সাহাবী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলেন, **'ইয়া রাসুলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! ছাগল জবাই করার সময় আমার খুব করুণা হয়। তখন **রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: যদি সেটির প্রতি করুণা করো, তবে **আল্লাহ পাক**ও তোমার প্রতি দয়া করবেন।

(মুসনদে ইমাম আহমদ, ৫/৩০৪, হাদীস নং- ১৫৫৯২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! জানতে পারলাম! জবাই করার সময় **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির নিয়্যতে পশুর প্রতি দয়া করা সাওয়াবের কাজ, কিন্তু আমাদের সমাজে জবাই করার সময়ও অনেক অত্যাচার করা হয়ে তাকে। আমাদের উচিৎ যে, আমরা ঘরের মাহরিমদের এই বিষয়ে বলি যে, পশু জবাই করার সময় যেনো অযথা কষ্ঠ না দেয়, যারা এরূপ করে তাদেরকে অত্যাচার করা থেকে বিরত রাখতে এবং তাদের

সংশোধন করার জন্য আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর রিসালা **"ঘোড়ার আরোহী"** এর **১৯** পৃষ্ঠায় কিছু নির্দেশনা বর্ণনা করেছেন। আসুন! মাহারিমকে তা পাঠ করার জন্য উৎসাহ প্রদান করি।

মনে রাখবেন! পশুদের উপর অত্যাচার করা বন্দী কাফিরদের উপর অত্যাচার করার চেয়েও জঘন্য, কেননা **আল্লাহ পাক** ছাড়া পশুদের কোন সাহায্যকারী নেই। **(বাহারে শরীয়ত, ৩/৬৬০)**

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যেমনিভাবে কুরবানীর পশুদের কষ্ট দেয়া নিষেধ, তেমনিভাবে অন্যান্য পশুদের এবং জন্তুদের মারা, বন্দি করে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত রাখা, তাদের প্রয়োজনীতা পূরণ না করা, ক্ষমতার অতিরিক্ত কাজ নেয়া, তাদের লাঠি এবং পাথর দ্বারা মেরে ক্ষত করে দেয়াও অনেক বড় অত্যাচার এবং নাজায়িয ও হারাম। মনে রাখবেন! আমরা তো মানুষ, যদি দুনিয়ায় কোন শক্তিশালী পশুও কোন দূর্বল পশুকে মারে বা আঘাতপ্রাপ্ত করে তবে কিয়ামতের দিন তাদের থেকেও বদলা নেয়া হবে।

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন সকল পশুদেরকে আনা হবে আর লোকেরা দাঁড়িয়ে থাকবে, অতঃপর তাদের মাঝে ফয়সালা করা হবে, এমনকি শিং বিশিষ্ট ছাগল থেকে শিং বিহীন ছাগলের জন্য বদলা নেয়া হবে এবং পিঁপড়া থেকে পিঁপড়ার বদলা নেয়া হবে, অতঃপর বলা হবে: মাটি হয়ে যাও। **(মওসুআতু লিইবনে আবীদ দুনিয়া, হাদীস নং- ২২৪, ৬/২৩১)**

ভাবুন তো! যখন কিয়ামতের দিন একটি পশু থেকে আরেকটি পশুর বদলা নিয়ে দেয়া হবে তখন যদি কোন মানুষ কোন পশুর প্রতি অত্যাচার করে, তাকে মারে, ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত রাখে তবে কিরূপ আযাবের অধিকারী হবে। যারা পশুদের প্রতি অত্যাচার করে, শুধু বিনোদনের জন্য দৌঁড়াতে রাখে, বসা পশুকে বিরক্ত করে উঠিয়ে দেয়, বিক্রি করার জন্য পশুদের দাঁত ভেঙ্গে দেয়, বারবার জোড়ে লাগাম টানার কারণে পশুর মুখে ক্ষত করে দেয় এবং পশুদের পরস্পর লড়াই করিয়ে ক্ষত করে দেয়, তাদের ভীত হয়ে যাওয়া উচিৎ, কেননা কিয়ামতের দিন যদি বদলা নেয়া হয় এবং অত্যাচারের কারণে জান্নাতে যাওয়া আটকে দেয়া হয় তখন কি করবে?

সুতরাং নিজেও পশুর প্রতি অত্যাচার করা থেকে বিরত থাকুন এবং নিজের সন্তানকে অত্যাচার করতে দেখলে তবে তাকেও আখিরাতের আযাবের প্রতি ভীত করে বিরত রাখার চেষ্টা করুন। আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن সামনে কোন পশুর প্রতি অত্যাচার হলে তখন সাথেসাথেই তা আটকে দিতেন।

জবাই করার জন্য পা ধরে হেঁচড়িও না

আমীরুল মুমিনীন হয়রত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এক ব্যক্তিকে দেখলেন, যে ছাগলকে জবাই করার জন্য এর পা ধরে হেঁচড়াচ্ছে, তখন তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: তোমার জন্য দূর্ভাগ্য! এটাকে জবাই করার জন্য ভালভাবে নিয়ে যাও। **(মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, ৪/৩৭৬, হাদীস নং-৮৬৩৬)**

পশুদের বেঁধে নিশানা বানিও না

হযরত আব্দুলাহ বিন ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا কুরাইশের কিছু যুবকদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যারা একটা পাখি (Bird) কে বেধেঁ তার উপর (তীর দ্বারা) নিশানা বাজী করছিল। যখন তারা আবদুল্লাহ্ বিন ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا কে আসতে দেখলো, তখন তারা এদিক সেদিক পালিয়ে গেলো। তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ জিজ্ঞাসা করলেন: "এটা কে করেছে? এমন যে করেছে, তার উপর **আল্লাহ পাক** অভিশাপ, নিশ্চয়ই **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন প্রাণিকে তীরান্দাজের নিশানা নির্ধারণকারীর উপর অভিশাপ দিয়েছেন"। **(মুসলিম, ১০৮২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৯৫৮)**

পশুকে জ্বালিয়ে দেয়া

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমরা **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে একটি সফরে ছিলাম, **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতে তাশরীফ নিয়ে গেলেন তখন আমরা একটি চড়ুই পাখি দেখলাম, যার দু'টি বাচ্চা ছিলো, আমরা তাদের ধরে ফেললাম। চড়ুই পাখিটি এলো এবং ছটফট করতে লাগলো। **দয়ালু নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ আনলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন: কে একে তার বাচ্চাদের ব্যাপারে কষ্ট দিয়েছে? তার বাচ্চা তাকে ফিরিয়ে দাও। অতঃপর **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পিঁপড়াদের একটি সারি দেখলেন, যা আমরা

জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম, তখন ইরশাদ করলেন: এটি কে জ্বালিয়েছে? আমি আরয করলাম: আমরা। **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আগুনের মালিক অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** ছাড়া কারো জন্য আগুনের মাধ্যমে কষ্ট দেয়া জায়িয নেই।

(আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, ৩/৭৫, হাদীস নং- ২৬৭৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পশুপাখি মারা কেমন?

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমাদেরকে আমাদের বুযুর্গদের পদাঙ্ক অনুসরন করে চলে পশুদের প্রতি অত্যাচার করা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করা উচিৎ, বর্তমানে দেখা যায় যে, গলি মহল্লায় শিশুরা বিড়াল, কুকুর এবং অন্যান্য প্রাণীদের অকারণে মারছে বা তাদের বেঁধে খেলতামাশা শুরু করে দেয়, পিতামাতার উচিৎ যে, নিজের সন্তানদেরকে এরূপ কাজ করতে নিষেধ করা এবং তাদের বলা যে, আমাদের **মাদানী আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পশুদের হত্যা করার জন্য বন্দি করতে নিষেধ করেছেন। **(মুসলিম, কিতাবু সীদ, হাদীস নং- ৫০৫৭, ৮৩২ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পশুদের প্রতি দয়া করার উপকারীতা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মনে রাখবেন! প্রয়োজনে যদিও পশু পালন করা নিষেধ নয়, কিন্তু তাদের খাবার পানির প্রতি খেয়াল রাখা, শীত-গ্রীষ্মে তাদের দেখাশুনা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, অধিকাংশ লোক এই বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখে না, ব্যাস নিজের শখ পূরণ করে এবং এই নির্বাক প্রাণীদেরকে বিনা কারণে কষ্ট দেয়। এই সমাজে এরূপ দয়ালু লোকও রয়েছে, যারা এই নির্বাক প্রাণীদের প্রতি দয়া করে এবং ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত পাখিদের খাবার পানিয় দেয়। এভাবে পশুদের সাথে উত্তম আচরণ করা অনেক বড় নেকী, যা ক্ষমা ও মাগফিরাতের উপলক্ষ্য হয়ে যেতে পারে। আসুন! এব্যাপারে একটি ঘটনা শ্রবন করি।

কুকুরকে পানি পান করানোর ব্যক্তি মুক্তি পেয়ে গেলো

বর্ণিত আছে: পথ চলার সময় এক ব্যক্তির পিপাসা লাগলো তখন সে কুপ পেলো, সে কুপে নেমে পানি পান করে নিলো অতঃপর যখন সে কুপ থেকে বের হলো তখন দেখলো যে, একটি কুকুর জিহ্বা বের করে ভেজা মাটি চাটছে, সেই লোক মনে মনে ভাবলো যে, যেমন পিপাসা আমার লেগেছিলো তেমনই পিপাসা এই কুকুরেরও লেগেছে, সুতরাং সে কুপে নেমে নিজের মোজায় করে পানি ভরে আনলো অতঃপর কুকুরকে পান করালোম, তার এই কাজ **রব তায়ালা**র পছন্দ হয়ে গেলো, তাকে ক্ষমা ও মাগফিরাত করে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিলো। একথা শুনে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাদের জন্যও কি চতুস্পদ প্রাণীদের সাথে দয়া করাতে সাওয়াব রয়েছে? ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ! প্রত্যেক প্রাণীর সাথে কল্যাণ করাতে সাওয়াব রয়েছে।

(বুখারী, কিতাবুল মাযালিম, ২/১৩৩, হাদীস নং-২৪৬৬)

বর্ণনাকৃত হাদীসের আলোকে **দা'ওয়াতে ইসলামী** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"মুস্তাখাব হাদীসেঁ"** এর ১৪২ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে: এই হাদীসে পাক দ্বারা বুঝা গেলো! **আল্লাহ পাক** সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী, **তিনি** চাইলে একটি খুবই ছোট নেক আমলকারীকে নিজের দয়া ও অনুগ্রহে ক্ষমা করে দিতে পারেন, **তাঁর** দরবারে আমলের ওজন এবং পরিমাণ দেখা হয় না বরং **তাঁর** দরবারে ভাল নিয়্যত এবং একনিষ্ঠতার গুরুত বেশি, খুবই ছোট আমল যদি বান্দা একনিষ্ঠ ও ভাল নিয়্যত সহকারে করে তবে **রব তায়ালা** এই আমলের সাওয়াবে বান্দাকে আপন সন্তুষ্টি এবং মাগফিরাতের নেয়ামত দ্বারা ধন্য করে দিয়ে তাকে জান্নাতুল ফিরদাউসের অধিকারী বানিয়ে দেন। কেউ খুবই সুন্দর বলেছেন: অর্থাৎ **আল্লাহ পাকে**র দয়া বান্দাকে ক্ষমা করার বাহানা খুঁজে বেড়ায়, **আল্লাহ পাকে**র দয়া বান্দার নিকট মাগফিরাতের মূল্য চায় না। **(মুস্তাখাব হাদীসেঁ, ১৪২ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সায়্যিদী কুতবে মদীনা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর জীবনের কিছু ঝলক

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যিলহজ্বের মুবারক মাস চলছে, এই মাসে অনেক বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن ওফাত দিবস রয়েছে। আফতাবে রযবিয়্যত, পীরে তরীকত, রাহবারে শরীয়ত, খলিফায়ে আলা হযরত কুতবে মদীনা হযরত আল্লামা মাওলানা যিয়াউদ্দীন আহমদ মাদানী কাদেরী রযবী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর ওফাত দিবসও এই মাসে। আসুন! বরকত অর্জনের জন্য তাঁর মুবারক জীবনের কিছু ঝলক পর্যবেক্ষণ করি।

নাম, বংশ ও জন্ম তারিখ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমরা হুযুর সায়্যিদী কুতবে মদীনা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর জীবনী সম্পর্কে শুনছিলাম, তাঁর নাম যিয়াউদ্দীন আহমদ, তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ স্বয়ং বলতেন যে, আমার জন্মগত নাম "আহমদ মুখতার", আমার দাদা হযরত শায়খ কুতুবুদ্দীন কাদেরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ পরে আমার নাম রাখেন "যিয়াউদ্দীন"। তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ সোমবার রবিউল আউয়াল ১২৯৪ হিজরী অনুযায়ী ১৮৭৭ সালে কালাসওয়ালা শহর, জিলা শিয়ালকোট পাকিস্তানে জন্মগ্রহন করেন। **(সায়্যিদী যিয়াউদ্দীন আহমদ কাদেরী, ১/১৬৪)**

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ হযরত আল্লামা মাওলানা যিয়াউদ্দীন মাদানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মুর্শিদ, লাখো কোটি **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালা এবং ওয়ারলিয়ারা তাঁর প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি রাখেন, তাঁর মর্যাদাময় জন্মস্থানকে কিনে **দা'ওয়াতে ইসলামী** মসজিদ ও মাদরাসায় পরিবর্তন করে দিয়েছে।

তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ প্রাথমিক শিক্ষা তাঁর দাদাজান থেকে অর্জন করেন, অতঃপর শিয়ালকোটের প্রসিদ্ধ আলিমে দ্বীন হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন নকশবন্দী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর নিকট পড়েন, এর পর প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত আল্লামা ওসী আহমদ মুহাদ্দিস সুরতী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর দরসের আসরে যোগদেন এবং প্রায় চার (৪) বৎসর যাবৎ তাঁর নিকট শিক্ষা অর্জন করার ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিলো।

(সায়্যিদী যিয়াউদ্দীন আহমদ কাদেরী, ১/১৬৭)

চরিত্র ও অভ্যাস

সায়্যিদী কুতবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অত্যন্ত পছন্দনীয় গুণাবলী ও চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, সর্বদা **আল্লাহ পাকে**র স্মরণেই ডুবে থাকতেন, রাত্রি জাগরণ ও তাহাজ্জুদ গুজার বুযুর্গ ছিলেন, ইশরাক, চাশত এবং আওয়াবিনের নামায আদায় করা তাঁর অভ্যাস ছিলো, দুর্বলতা ও বয়োবৃদ্ধ অবস্থায়ও আইয়ামে বীয তথা চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোযা ছাড়তেন না। (সায়্যিদী যিয়াউদ্দীন আহমদ কাদেরী, ১/৪৮৬)

ওফাত শরীফ এবং দাফন

৪ যিলহজ্ব ১৪০১ হিজরী অনুযায়ী ২-১০-১৯৮১ পবিত্র জুমার দিন মসজিদে নববী শরীফের মুয়াজ্জিন সাহেব 'اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ' বললেন, সায়্যিদী কুত্বে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কলেমা শরীফ পাঠ করলেন এবং তাঁর রূহ মোবারক দেহ থেকে পৃথক হয়ে গেলো। গোসল শরীফের পর তাঁর কাফনকে সেই মুবারক পানি দ্বারা ধৌত করা হলো, যেই পানি দ্বারা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী কবরকে গোসল দেয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন তাবারুকাত রাখা হয়। আসরের নামাযের পর দরূদ ও সালাম, কসীদা বুরদা শরীফ পাঠ করতে করতে জানাযা মোবারক উঠানো হয় এবং তাঁকে তাঁরই বাসনা অনুযায়ী জান্নাতুল বাক্বীতে আহলে বাইতে আতহারগণের رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِين এর নিকটে দাফন করা হয়। (সায়্যিদী কুতবে মদীনা, ১৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কুরবানির সুন্নাত ও আদাব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! কুরবানির কয়েকটি সুন্নাত ও আদব সম্পর্কে শ্রবণ করি: প্রথমে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি। **(১)** ইরশাদ হচ্ছে: কুরবানী দাতার কুরবানীর পশুর প্রত্যেক লোমের পরিবর্তে একটি করে নেকী অর্জিত হয়। (তিরমিযী, ৩/১৬২, হাদীস নং- ১৪৯৮) **(২)** ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি কুরবানী করার ক্ষমতা রাখে, তবু কুরবানী করে না, তবে সে যেনো আমাদের ঈদগাহের নিকট না আসে। (ইবনে মাজাহ, ৩/৫২৯, হাদীস- ৩১২৩) ✯ প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক, মুকীম, নিসাবের মালিক মুসলমান নারী পুরুষের উপর কুরবানী ওয়াজিব। (ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/২৯২) ✯ যদি কারো

উপর কুরবানী ওয়াজিব এবং সেই সময় তার নিকট টাকা নেই তবে ঋণ করে বা কোন কিছু বিক্রি করে কুরবানী করবে। (ফতোয়ায়ে আমজাদীয়া, ৩/৩১৫) ✯ অপ্রাপ্ত বয়স্কের পক্ষ থেকে যদিওবা ওয়াজিব নয় কিন্তু দেয়া উত্তম (এবং অনুমতিও প্রয়োজন নেই)। (ঘোড়ার আরোহী, ৯ পৃষ্ঠা) ✯ কুরবানীর পশুর বয়স: উট পাঁচ বছর, ছাগল (এতে ছাগল, দুম্বা এবং ভেড়া নর মাদা উভয়ই অন্তর্ভূক্ত) এক বছর। এর চেয়ে কম বয়সী হলে কুরবানী জায়িয নয়, বেশি হলে জায়িয বরং উত্তম। (বাহারে শরীয়ত, ৩/৩৪০, ১৫তম অংশ) ✯ কুরবানীর পশু ত্রুটিমুক্ত হওয়া আবশ্যক, যদি সামান্য ত্রুটি হয় (যেমন; কান ছিড়া বা ছিদ্র) তবে কুরবানী মাকরূহ হবে এবং বেশি ত্রুটি হলে তবে কুরবানী হবে না। (বাহারে শরীয়ত, ৩/৩৪০, ১৫তম অংশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد